بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৩০ মার্চ ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানী

"লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ১০০ বছর পূর্তিতে, লাজনা ও নাসেরাতের প্রত্যেক সদস্যাকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করতে হবে এবং আমাদের শিক্ষার উপর আমল করতে হবে"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৭ মার্চ ২০২১ লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসলিম নারী অঙ্গ-সংগঠন) জার্মানীর ন্যাশনাল আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ন্যাশনাল আমেলা সদস্যাগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানীর সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত ফ্রাঙ্কফুর্টের বায়তুস সুবূহ কমপ্লেক্স থেকে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

সভাতে, হুযূর আকদাস লাজনা আমেলা সদস্যাদেরকে তাদের নিজ নিজ বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্বের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের বিভাগীয় কার্যক্রমের উন্নয়নে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

সৃষ্টির সেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল সেক্রেটারি 'খেদমতে খাল্‌ক'-এর সাথে কথোপকথনকালে হুযূর আকদাস বলেন যে, লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের মত- যারা সিয়েরালিওনে একটি প্রসূতি হাসপাতাল নির্মাণ করছেন- লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানীরও উচিত আফ্রিকায় একটি বড় মানব সেবামূলক প্রকল্পের জন্য অর্থায়নের চেষ্টা করা।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নবদীক্ষিতদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল সেক্রেটারিকে উদ্দেশ্য করে হুযূর আকদাস বলেন যে, নতুন বয়াতকারীরা (নবদীক্ষিত) তাদের শ্বশুরবাড়ির দ্বারা

প্রভাবিত হবেন, আর তাই তারা যে পরিবারগুলিতে বিয়ে করেন, তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ আরও উন্নত করার চেষ্টায় মনোনিবেশ করা উচিত।

হুযূর আকদাস আহমদী মুসলমানদের সাধারণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারি তরবিয়তকে, তাদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে এমন স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত করার পরামর্শ দিয়েছেন যেন তা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"লাজনা সদস্যাগণ কতজন এবং কতদূর পর্যন্ত ধর্মীয় অনুশীলন ও নিজ ধর্মীয় পরিচয়ের প্রকাশ করে থাকেন, তারা তাদের নামায ও পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে কতটা নিয়মিত এবং তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের মান কেমন, তা মূল্যায়ন করুন। তারপর একইভাবে মূল্যায়ন করুন যে, তাদের মধ্যে কতজন এরচেয়ে নিম্নস্তরে রয়েছে। তাদের মধ্যে কতজন ইসলামী শিক্ষার দাবি অনুসারে পর্দা বা হিজাব অবলম্বন করেন তা দেখুন। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আপনার একই দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) পুনরায় বলেন:

"যারা পর্দা পালন করেন এবং নিজ ধর্মবিশ্বাসের অনুশীলন করেন তাদের জন্য আপনার একটি তরবিয়ত কর্মসূচি থাকা উচিত, এবং তারপরে যারা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছেন, তাদের জন্য আপনার একটি পৃথক কর্মসূচি থাকা উচিত। আপনার উচিত, তাদের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং তাদের নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার জন্য উপযুক্ত উপায়ে তাদের পথ প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রদান করা। উপরন্তু, নবদীক্ষিতদেরকে তাদের নিজস্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী গাইড করা উচিত। সুতরাং, সকল সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী আপনাকে বিভিন্ন প্রকারের ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গড়ে তুলতে হবে।"

তরুণ প্রজন্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“কখনও কখনও নবীন লাজনা সদস্যাদের মনে তাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এমন প্রশ্ন থাকে, যা পরিণতবয়স্কা সদস্যাদের থাকে না। তাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে অথবা তাদের জ্ঞান এবং বোধশক্তি বাড়ানোর জন্য তাদের আরও ব্যাখ্যা

প্রয়োজন। সুতরাং তাদের কাছে বিষয়বস্তু আপনার এমনভাবে ব্যাখ্যা করে পথ দেখানো উচিত, যাতে তারা বুঝতে পারে। অন্যথায়, যদি তারা সন্তোষজনক উত্তর না পায়, তবে তারা হতাশ ও অস্থির হয়ে উঠতে পারে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ৭ থেকে ১৫ বছর বয়সী মেয়েদের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারি নাসেরাতের সাথে কথোপকথনকালে শিশুদের ভালো লালন-পালনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনার নাসেরাতদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত যে, তারা যখন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌তে প্রবেশ করবে, তখন তারা যেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত থেকে দূরে সরে না যায় এবং বৃহত্তর সমাজ যেন তাদেরকে ভুলভাবে প্রভাবিত করতে না পারে। বরং এমন হওয়া উচিত যে, আমাদের জামা’তের সাথে তাদের সংযোগ যেন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ‘অদৃশ্যে বিশ্বাস’ (গায়েবের ওপর ঈমান)-এর মূল ইসলামিক নীতির গুরুত্ব অল্প বয়স থেকেই তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হওয়া উচিত। সুতরাং, আপনার উচিত তাদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা বড় হওয়ার পাশাপাশি আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সাথে সংযুক্ত থাকে।”

ছাত্র বিষয়ক সেক্রেটারি এবং ওয়াকফে-নও সেক্রেটারি, উভয়ের সাথে কথোপকথনকালে হুযূর আকদাস বলেন যে, তাদের আরও বেশি শিক্ষার্থীদের চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে উৎসাহিত করা উচিত, যেন তারা বিশ্বের বঞ্চিত অংশে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের হাসপাতাল এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে কাজ করতে পারে।

হুযূর আকদাস, স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারি সেহ্‌তে জিসমানীকে, লাজনা সদস্যাদের সক্রিয় হতে এবং নিয়মিত ব্যায়াম করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। হুযূর আকদাস বলেন যে, বয়স্ক সদস্যাদের নিয়মিত হাঁটতে বাইরে যাওয়া উচিত।

সভার শেষের দিকে, একজন আমেলা সদস্যা জিজ্ঞাসা করেন যে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আসন্ন লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্তি তারা কিভাবে সর্বোত্তমভাবে উদযাপন করতে পারে।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ তা হল লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ১০০ বছর পূর্তিতে, লাজনা ও নাসেরাতের প্রত্যেক সদস্যাকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করতে হবে এবং আমাদের শিক্ষার উপর আমল করতে হবে। তাদের সকলের নিয়মিত আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও এর অনুসরণে অভ্যস্ত হতে হবে। প্রত্যেক সদস্যার আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন থাকতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ১০০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর, কোন ব্যক্তি যেন আঙ্গুল তুলে বলতে না পারে যে, যদিও ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং তারা তাদের শতবার্ষিকীও উদযাপন করছে, তবে তাদের মাত্র ৭৫ পার্সেন্ট সদস্য বা ৫০ পার্সেন্ট সদস্য আসলে তাদের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত ... সুতরাং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ১০০ বছরকে সম্মানিত ও চিহ্নিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো, আপনাদের সদস্যদের ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃত মান নিশ্চিত করা। এর জন্য আপনাদের কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত।"